কিন্‌সা খিয়ং
Flower tucked in her ear
শাহরিনা শান্তমা
শাহনূরুমা শান্তনা

তারা বলে ভালোবাসা তাই যা অপূর্ণ থেকে যায়। তবুও এই মরীচিকাকে আলিঙ্গন করে স্বপ্ন দেখে মানুষ। যেমনটি স্বপ্ন দেখেছিলাম আমি তোমাকে ঘিরে কিন্‌সা খিয়ং। এই নদীকে ঘিরেই আমার বড় হওয়া, বেড়ে ওঠা। তাই এই নদীতেই আমি বিসর্জন দিয়েছি আমার ভালোবাসা।

ভালোবাসা স্বর্গীয়, কখনও কলুষিত না। ভাবিনি এমন অনুভুতি আমায় স্পর্শ করবে, যেথায় কিছু পাবার আশায় নয় বরং ভালোবাসব ভালোবাসার তরে।
কাকতালীয়? না কোনভাবেও তা বলতে আমি রাজি না। এ পূর্বনির্দিষ্ট ছিল। আমরা মিলিত হয়েছিলাম একত্র হবার জন্য এবং তাই হয়েছিল সে সাক্ষাত।

তাই এমন জায়গার প্রতি আমি আসক্ত ছিলাম যেথায় যাওয়া আমার বারণ ছিল।
আমি প্রকৃতি ভালোবাসতাম বিশেষত নদী ও বন তাই সেথায় ছিল আমার বিচরণ। আমি এক মুক্ত আকাশের খোঁজে ছিলাম। তখনই আমি তার দেখা পাই। নদীর ধারেই বসে ছিল সে।

তাকে দেখে আমি বিস্মিত হলাম কেননা কারোর ওখানে থাকার কথা ছিল না। না বললেই না, যে বসেছিল তার রূপ নিতান্তই কম না, সে ভারী সুন্দরী।

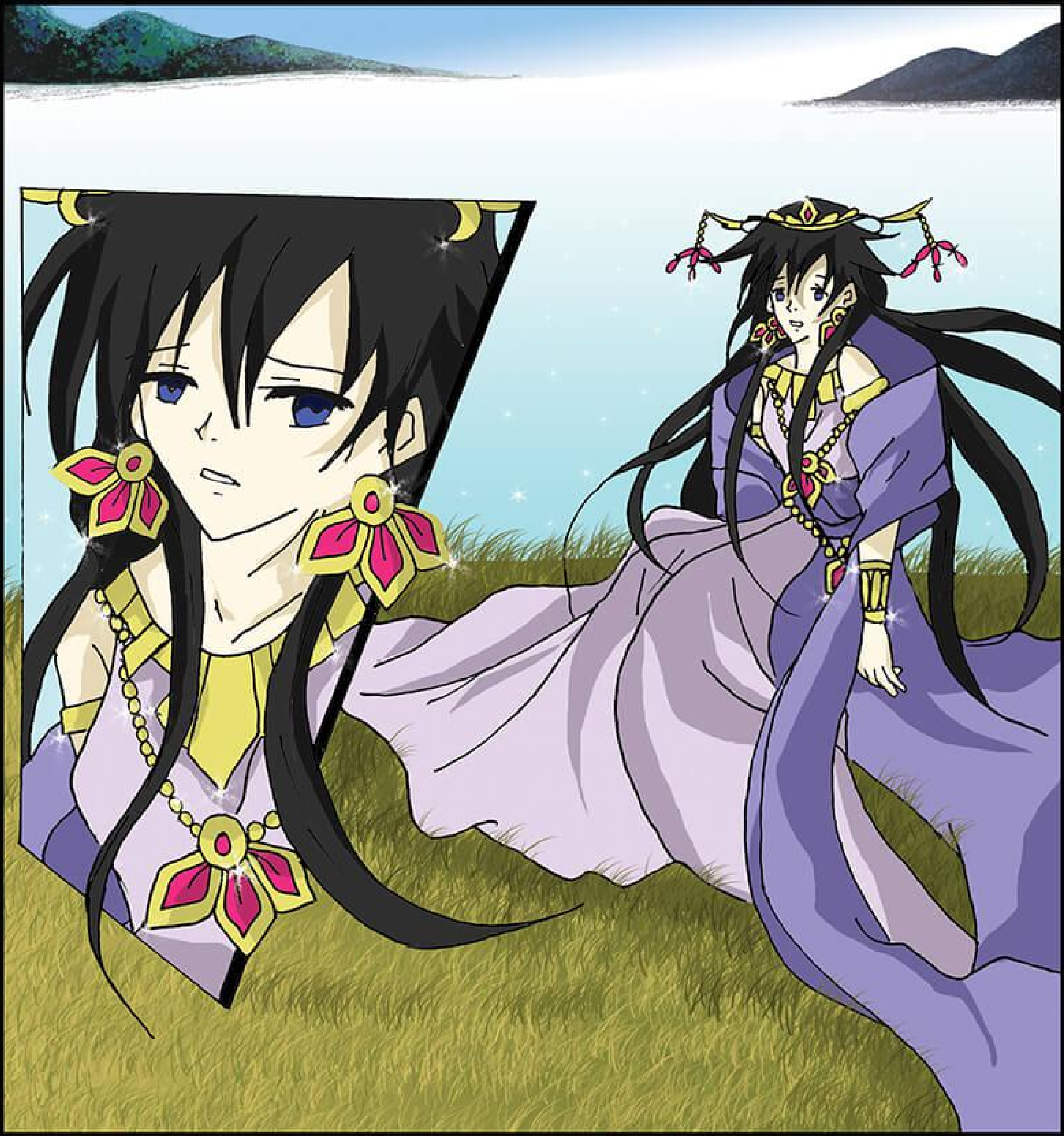

কে তুমি? এখানে কি করছো?
আহ্ ......

বন্দি!
আমি তোমায় যেতে দেব না যতক্ষণ না তুমি বলছো তুমি কে! না বললে আমি তোমায় বন্দি করবো!

কি হয়েছে?
তোমার কি চলতে অসুবিধা হচ্ছে?
তুমি কি আহত?
আমাকে দেখতে দাও!

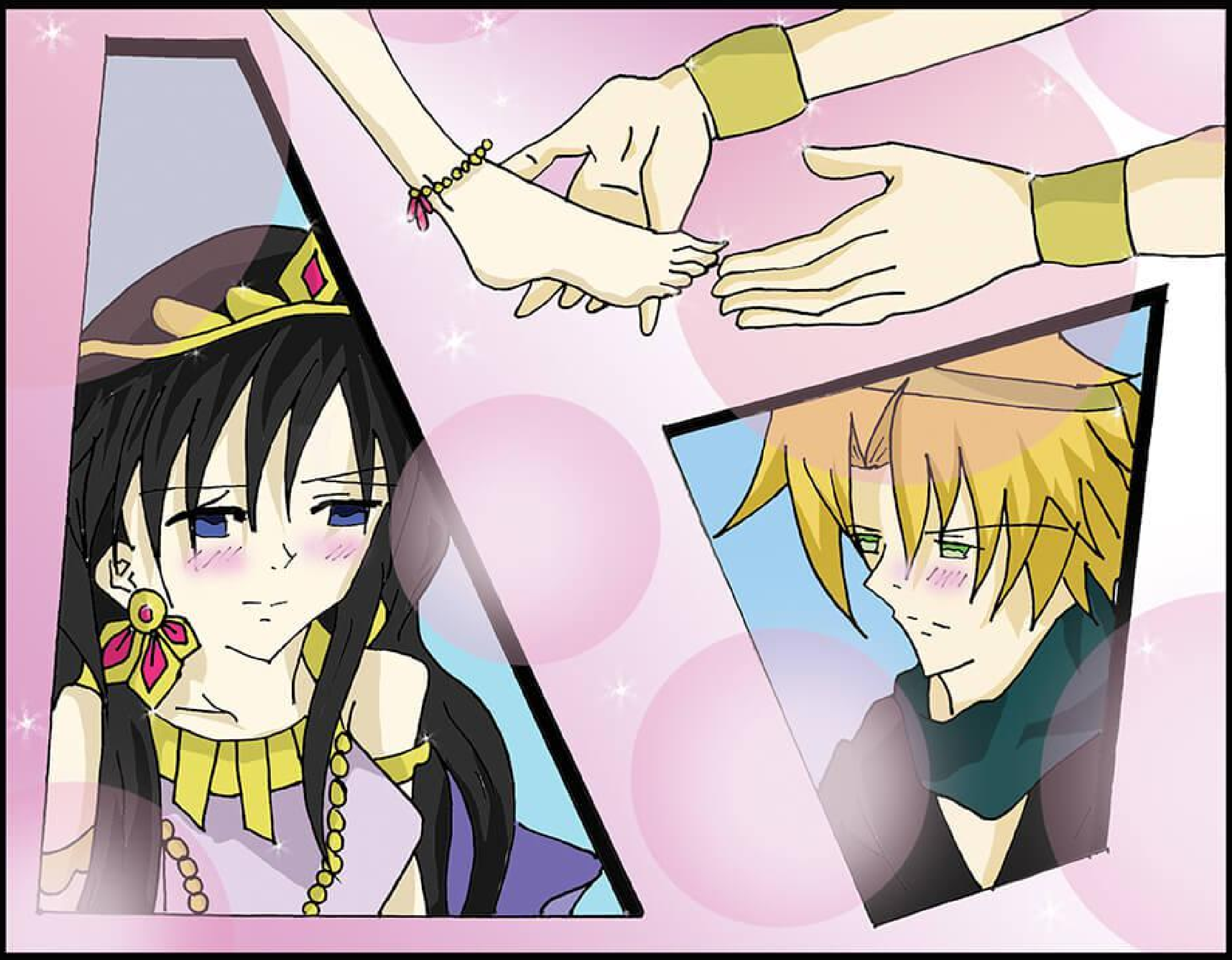

তোমার পায়ের কাঁটা আমি তুলে নিয়েছি। আশা করি ব্যাথা আর বাড়বে না, তবে তুমি এখনই হাঁটতে পারবে কি না তা বলা মুশকিল...
তাই আপত্তি না থাকলে তোমার ঠিকানা আমায় জানাও, আমি তোমায় পৌছে দিব।
আমার বাড়ি ওথায়, নদীর ঠিক ওপারে।

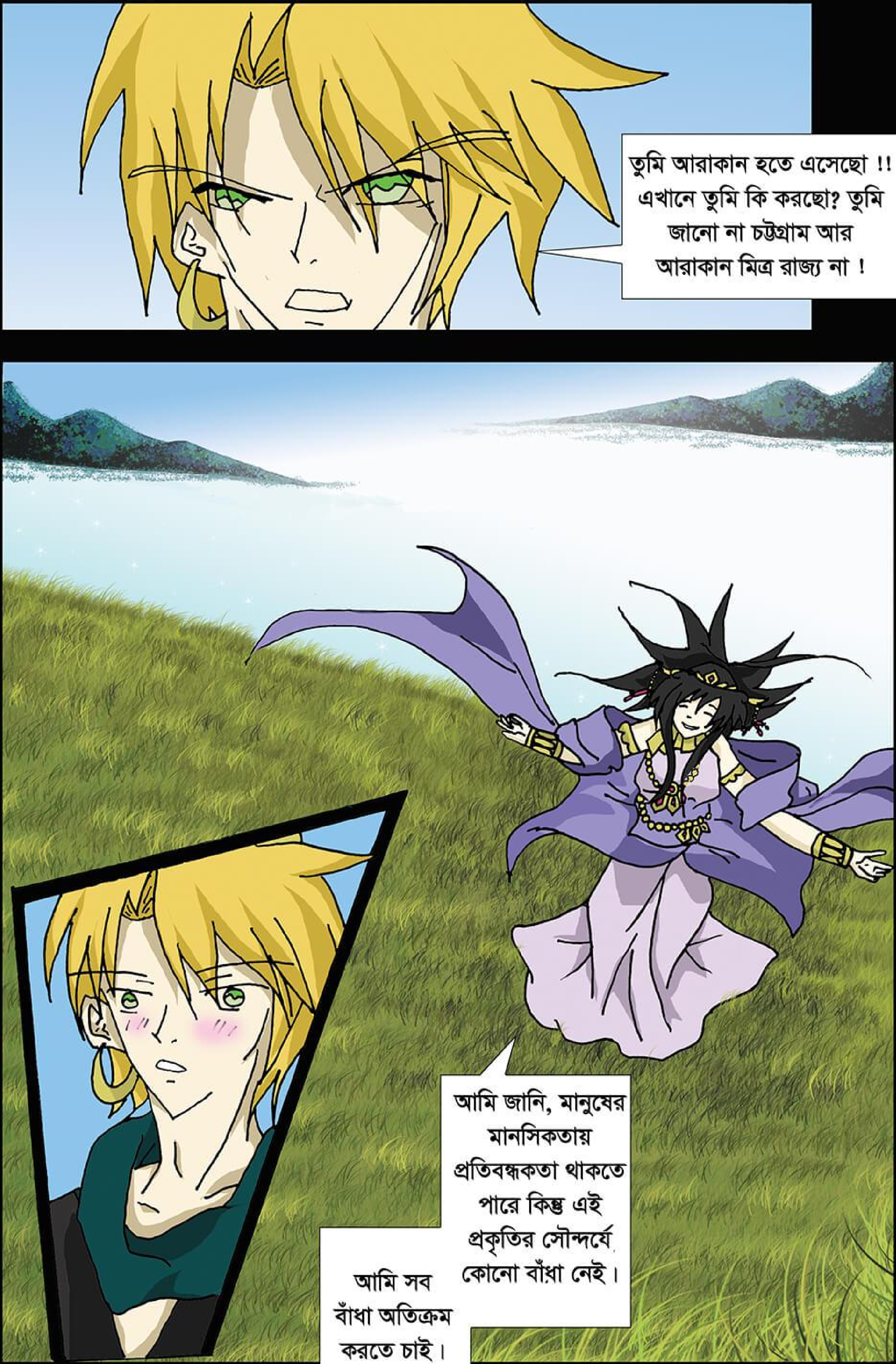
তুমি আরাকান হতে এসেছো !! এখানে তুমি কি করছো? তুমি জানো না চট্টগ্রাম আর আরাকান মিত্র রাজ্য না !
আমি জানি, মানুষের মানসিকতায় প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে কিন্তু এই প্রকৃতির সৌন্দর্যে কোনো বাঁধা নেই।
আমি সব বাঁধা অতিক্রম করতে চাই।

তার বচনভঙ্গি ও পরবর্তী আলাপচারিতায় আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে সে আরাকান রাজকুমারী। যদিও সে এ ব্যাপারে কিছুই বলেনি। তারপর আমরা আরাকান সীমান্তে পৌঁছে গেলাম।

সে বিস্মিত নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো, কিন্তু তার দৃষ্টিতে ভয়ের লেশমাত্র ছিল না। বরংচ সেই দৃষ্টিতে ছিল জানার আকাঙ্খা। আর কোনো কথা ছাড়াই সে প্রস্থান করলো।

ভেবেছিলাম আর তার দেখা পাবোনা কিন্তু আবারও তার দেখা পেলাম। সে বসে আছে – সেই নদীর ধারে, যেখানে আমি প্রথম তাকে দেখেছিলাম। এটাকে আমার ভ্রম বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু না, সে তার সেই মায়াভরা হাসিমুখে আমার দিকে তাকালো....

সে কত কথা, কত স্মৃতি। বুঝতেই পারলাম না কবে তার সাথে দেখা হওয়াটা প্রতিদিনকার অভ্যাসে পরিণত হলো। সেই দিনটা একটি সাধারণ দিন ছিল কিন্তু হঠাৎ তা যেন বদলে গেল।

আমি আর আমার রাজকুমারী অন্যান্য দিনের মতই গল্প করছিলাম। হঠাৎ সে বললো আমায় –

কথা দাও আজীবন থাকবে আমার সঙ্গে !
কথাটা আমায় তীব্রভাবে নাড়া দিল, কেননা আমি জানতাম, সেও জানতো যে আরাকান আর চট্টগ্রামের মধ্যে ছিল দীর্ঘদিনের বিরোধ এবং আমাদের সম্পর্ক কোনোও পরিবারই মেনে নেবে না। কিন্তু মনে মনে আমি জানতাম আমিও তার সাথে আজীবন থাকতে চাই। তাই তার প্রশ্নের আমি কোনো জবাব দিতে পারিনি। কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম যে – থাকবো তার সঙ্গে।
আর এই প্রতিজ্ঞার প্রতীক স্বরূপ একখানা ফুল গুঁজে দিয়েছিলাম তার কানে।

কিন্তু তখনও বুঝিনি কি ভুল করেছিলাম।
ভালোবাসার প্রতীক সে ফুল যে বেদনা হয়ে
যাবে !

বন্ধু তুমি এখনই জেগে আছো? এখনও বুঝি তোমার নথি সংক্রান্ত কাজ শেষ হয়নি?
তুমি কি কথা ঘুরাতে চেষ্টা করছো? ইদানিং তুমি আমার কাছেও কথা গোপন করছো? তোমার বক্তব্য কি?
আমি তার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।
তার? তুমি কি আরাকান রাজকুমারীর কথা বলছো?
তুমি এখনও তার সাথে দেখা করো? তুমি কেন বুঝতে চাইছো না তুমি যেটা করছো সেটা অপরাধ! ঈশ্বর! মহারাজ জানতে পারলে কি ঘটবে তুমি বুঝতে পারছো? প্রাণদন্ড হবে তোমার !

অপরাধ? কি অপরাধ করেছি আমি! কাওকে ভালোবাসা কি অপরাধ? তুমিইতো বলেছিলে একদিন আমার জীবনে এমন কেও আসবে যে আমার জীবনকে সার্থক করবে! যদি পাপ হয়, তবুও আমি রাজী। এর শাস্তি আমি মাথা পেতে নেব।
তুমি কেন বোঝার চেষ্টা করছো না! রাজ্যাধিকার পেতে হলে তোমাকে ভালোবাসা বিসর্জন দিতে হবে! ভালোবাসা তাই যা অপূর্ণই থেকে যায় !! তুমি কষ্ট বুকে চাপা দাও এবং তাকে ভুলে যাও...
আমি যেকোনো মূল্যে তার পাশে থাকব। যদি আমার সব ছাড়তেও হয়, তাকে পেতে পুরো পৃথিবী আমি বিনিময় করবো। আমায় ক্ষমা করো...

সেদিন ছিল পূর্ণিমা। কিন্‌সা খিয়ং নদীতে নৌভ্রমণে বেরিয়েছিলাম আমি আর আরাকান রাজকুমারী। রাতের সেই স্নিগ্ধ পরিবেশে নদীর পানিতে চাঁদের আলোর সেই নাচন আজও আমাকে আন্দোলিত করে।

রাজকুমারীর কোমল হাতে সেই চাঁদের আলোকে স্পর্শ করা আর নদীর সেই সুমধুর কলতান আজও আমি শুনতে পাই।

তার সেই সুমধুর হাসি চোখ বন্ধ করেও আমি দেখতে পাই।

জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত যেন ছিল এটি।
এমন সময় নৌকার দুলনিতে রাজকুমারীকে দেওয়া আমার সেই ফুলটা নদীতে পড়ে গেল।
এখন কি হবে?
যা হবার হয়েছে। কাল আরেকটা এনে দেব।

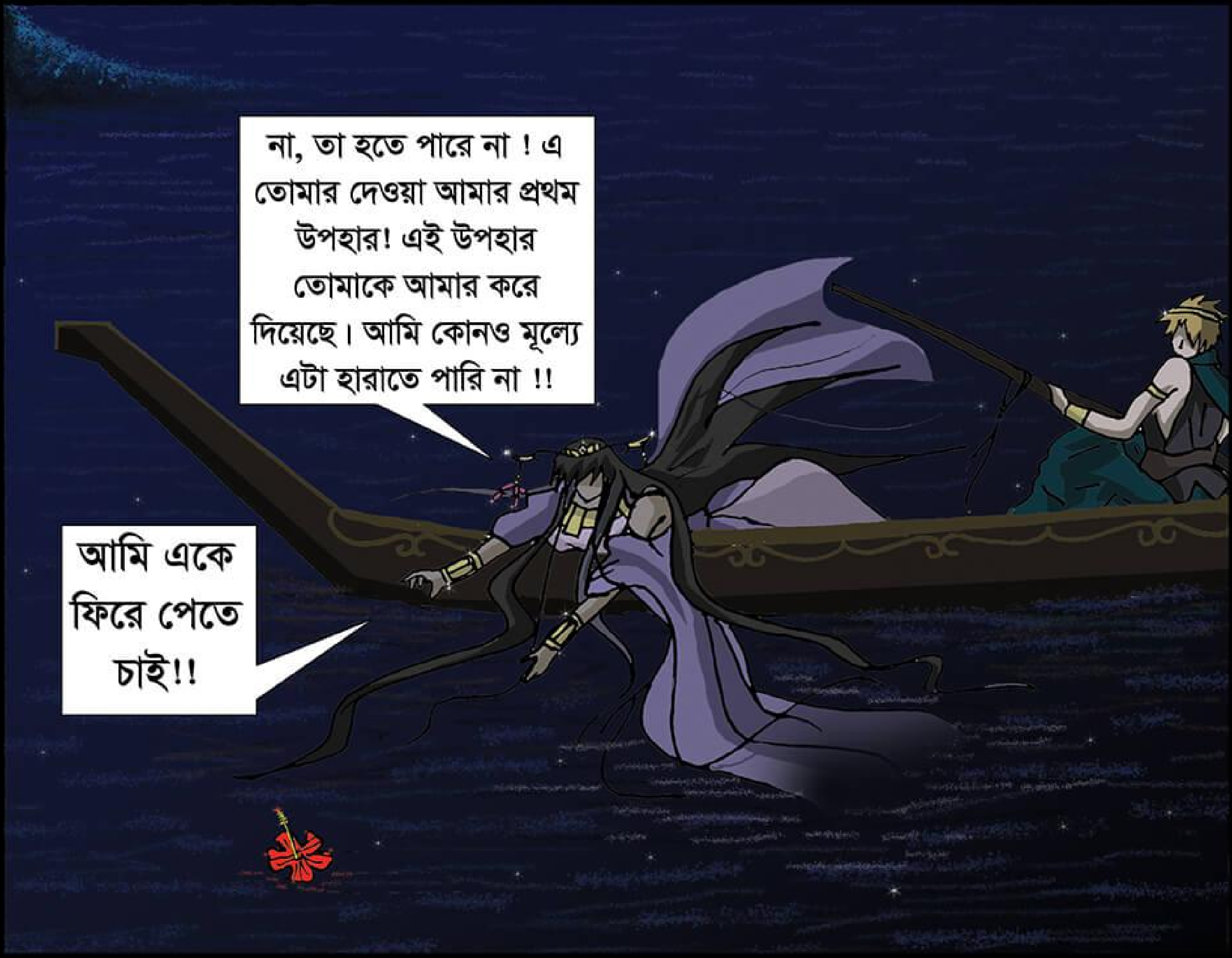

ফুলটা নেওয়ার জন্য সে হাত বাড়ালো। আচমকা বাতাসে নৌকাটি হেলে গেল।

আর আমার রাজকুমারী ...পড়ে গেল জলে...

রাজকুমারী...
রাজকুমারী...
..কোথায় তুমি ! আমাকে একলা ফেলে যেওনা!
রাজকুমারী!!!!!!!

তাকে আর খুঁজে পেলাম না।
সে চিরতরে হারিয়ে গেল, পৃথিবী থেকে, আমার জীবন থেকে। তোমার জলে বিসর্জন দিয়েছি - যে ছিল রাজকুমারী, আমার কর্ণফুলী। যাকে তুমি আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছো।
তবু তোমায় ঘৃণা করিনা আমি। তোমার জলে নিজেকে তাই মিশিয়ে দিতে এসেছি আজ আমি। তবে যদি আবার তার দেখা পাই।
প্রতিজ্ঞা আমি ভঙ্গ করিনি কখনও, করবও না।

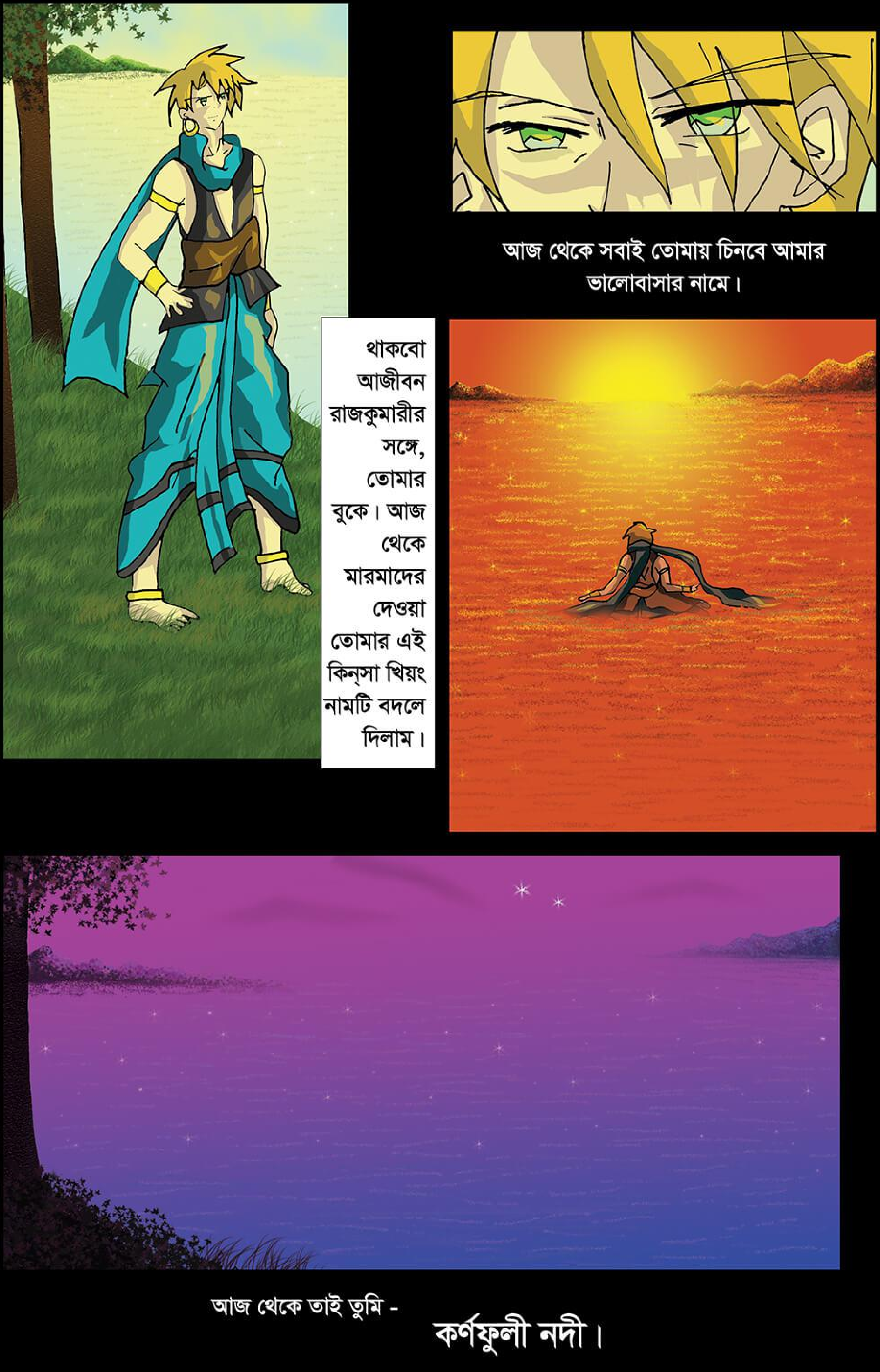
আজ থেকে সবাই তোমায় চিনবে আমার ভালোবাসার নামে।
থাকবো আজীবন রাজকুমারীর সঙ্গে, তোমার বুকে। আজ থেকে মারমাদের দেওয়া তোমার এই কিন্‌সা খিয়ং নামটি বদলে দিলাম।
আজ থেকে তাই তুমি -
কর্ণফুলী নদী।